প্রথম প্রকাশ :

আঠাশে আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক :

নির্মলকুমার খাঁ

শতরূপা

১৪ মাকড়দহ রোড

কদমতলা

হাওড়া-১

প্রচ্ছদ :

তপন কর

মুদ্রক :

হরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস

১, রমাপ্রসাদ রায় লেন

কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

শিল্প ও শিল্পী (প্রবন্ধ) নিঃশেষিত। চোখের আলোয় (উপন্যাস) নিঃশেষিত। অমৃত সূর্য (কাব্যগ্রন্থ) নিঃশেষিত। রাজা (ছোট গল্প) নিঃশেষিত। নীলাঞ্জনে ছায়া (কাব্যগ্রন্থ)। পরবাসে (উপন্যাস)। সানাই (কিশোর সাহিত্য)। জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)।

সূচীপত্র

রাজেশ্বরী : ৭
শীতের সকাল সন্ধ্যা : ৮
পবিত্র মৃত্যু, অমল আঁধার : ৯
প্রতিধ্বনি ফেরে : ১১
মোরগের ডাক এবং একুশের হিসাব : ১২
দিনটি ফিরে আসে : ১৩
নিহত অমল আনন্দ : ১৪
বিপন্ন বিস্ময় : ১৫
রৌদ্র প্রহর : ১৬
স্বগতঃ শব্দগুলি : ১৭
সীমান্ত পেরুনোর স্বপ্ন : ১৮
হারানো যীশু : ১৯
সূর্যের প্রোজ্জ্বল আলোকে : ২০
শেষবার বৃষ্টিতে ভিজে নাও : ২১
শব্দ রঙ মিশে হারিয়ে গেলে : ২২
শিরোনামা নেই : ২৩
আজানের ডাক স্বদেশ আমার : ২৪
এগারোই জ্যৈষ্ঠ : ২৫
বকুলতলায় দাঁড়িয়ে : ২৬
আলোর অন্বেষণে : ২৭
ফেরিওয়ালা হাঁকে : ২৮
আলোর বর্ণমালা : ২৯
উচ্চারিত শব্দগুলি : ৩০
যতদূর চোখ যায় : ৩১
সব কথার পোষাক থাকে না : ৩২
কৃষ্ণচূড়ার আগুনে জমানো বুকের কথা : ৩৩
হাঁটছি…হাঁটছি মনে পড়ে : ৩৪

দাবানল ঃ ৩৫

ফাঁদ ঃ ৩৬

নিহিত প্রশ্নের ডুবুরী ঃ ৩৭

ঈদের চাঁদ ঃ ৩৮

সুবর্ণরেখা ঃ ৩৯

মনের ভিতর মন ঃ ৪০

জুয়াড়ীর হাততালি ঃ ৪১

ওরে মায়াবী ঃ ৪২

রুমাদির জন্য প্রার্থনা ঃ ৪৩

টুকরো কথার দানা ছুঁড়ে ঃ ৪৪

পুলকিত শিহরণ ঃ ৪৫

রাজকুমার কবিতা বিক্রি করে ঃ ৪৬

আমার সময়ের মুহূর্ত এবং সম্রাজ্ঞীর জন্য ঃ ৪৭

যযাতির নিহত স্বপ্ন ঃ ৪৮

রাজেশ্বরী

কুয়াশায় ঢেকে যায় আকাশ মাটি।
মধ্যরাত্রে যামিনী যখন ক্লান্ত
তারাগুলি নিঃশব্দে তখন কথা বলে যায়।
হারানো স্মৃতি ফিরে যায় ঢেউয়ের আঘাতে
কিছু পাওয়া যায় না পাওয়ার আশাতে
ভয়ে বুক কাঁপে যদি কিছু ফেলে যায়
অন্তরতম আবেগে, পত্র সম্ভার আর পায়না ভয়
তোমাকে হারাতে।

হারাব কি আর রাজেশ্বরী—
অমৃত মন্থনে সঞ্চয় করা
কিছু স্বপ্ন—অলক্ষ্যে ভেসে যায়
সাগর মোহনায় নিঃশব্দ
অন্তর্লীন বেদনাতে।

শীতের সকাল সন্ধ্যা

ঘর সংসার নিষ্পত্র বৃক্ষের মত
হৃদয়হীন মানুষের জ্বরের কাঁপুনী
কখন যে ভালোবাসার মত মাথায় হাত বোলায়,
থার্মোমিটারে জ্বর নামে—দুরন্ত উৎসাহে
পথঘাট মাড়িয়ে দাবিয়ে সকলকে জানাই ভালো আছি, ভালো আছি।

'তুমি কেমন আছো?'
'আশ্চর্য এমন অসময়ে।'
'দূর, এসো পালাই—নরম রোদে বুক চিতিয়ে শুয়ে পড়ি।'

তিরতিরে জলে ঢেউ, হাহাকার নেই বৈরাগ্যের
কুয়াশার মুখোস খুলে মানুষ কি সুখে
দিন ভাসায়।
এখন আর লাভ নেই সন্ন্যাসের!

পবিত্র মৃত্যু, অমল আঁধার

সভ্যতার পারাপারে মাঝি হতে পারে কবি
জলস্থলের মাঝখানে সেতু কবিতা।
অতন্দ্র প্রহরী ডাক দেয় বন্দী তুমি জেগে আছো ?
নিঃশঙ্ক চেতনায় কবিব কণ্ঠস্বর পরমাত্মায়—
ধ্বংসযজ্ঞে নাবিকের নিপুণ জাহাজ চালানো
শুধু শব্দ-ধ্বনির মাঝখান দিয়ে যাতায়াত নয়
অনুভবে অনুভবে মাটির কাছাকাছি।

গৃহস্থের দিন কাটে, ঘর সংসার ফুল সবজীর বাগান
বুকভরা অহংকারে বলতে পারে আমার আমার।
কবি কি বলে ? কবির কি বলার আছে মানুষের ভিড় ঠেলা সংসারকে ;
অনেক দাবীদার আছে—কবির কে আপনজন ?
সংসারের প্রবাসী মানুষ কবি, অনেক ভিড়ের মধ্যে সে একা।
নিঃসঙ্গ প্রতিনিধি—তবু মানুষ, শব্দ-ধ্বনি তাকে ঘিরে থাকে।
সংসার ভুল বোঝে—অসম্মান-লাঞ্ছনার তিলক কপালে
নীলকণ্ঠ হয়ে ভীড়ের সংসারে দিন কাটায়। কবিতার কথা ভাবে।

মানুষগুলো জুয়াড়ী, ঘোড়ার লেজের দিকে ছোটে
হুহু করে ছুটে যাওয়া মৃত্যুর ধ্বনি বাজাতে বাজাতে কাল
ভৈরব ছুটে আসে
তারই মাঝে দাঁড়িয়ে দুই মানুষ হানাহানি করে
মাদারী খেলার হাততালি পড়ে—মৃত্যুর খেলা জমে।
কুরুক্ষেত্র মানুষের রক্তে রক্তাক্ত—
কবি আকাশের অরুন্ধতী তারায় চোখ রেখে কি যেন বলে
মানুষ ডাকে কবিকে, দলের মানুষ না হলে তুমি ভিড়বে কোথায় !
কোন মানুষের দলে যাবে ? বিশাল পৃথিবীর আশ্রয় ছেড়ে
কোথায় যাবে ?
কবির ক্ষ্যাপামি, বাউণ্ডুলেপনা সবই অধর্ম—
পরম গৃহস্থের সংসারে অসহনীয় অন্যায়।

কবি কবিতার জন্য, মানুষের জন্য কবিতা,
মানুষের ভিড়ে না মিশেও প্রচণ্ড ভালোবাসার দীপ্ত মহিমায়
কবি প্রার্থনা করে। বাতাসে ঢেউ খেলে, সবুজে সবুজে
বিশ্বাসের নবজাতক আগামী কালের দরজায় কড়া নেড়ে
যায়—আমি এসেছি।

কবির আর এক জন্মান্তর ঘটে। কবিতার জন্য। মানুষের জন্য।
অতন্দ্র প্রহরী ডাক দেয় পবিত্র মৃত্যু অমল আঁধার।
কবি হাত বাড়ায়, শব্দ-ধ্বনির মাঝখানে সে বড়ই নিঃসঙ্গ।

প্রতিধ্বনি ফেরে

এখানে হাসি-কান্নায় মেশানো জীবন,
সবুজধানের শীষে বাতাসের উতরোল
রূপনারায়ণের কূলে ভাঙ্গাভাঙ্গা ঢেউ
বাণিজ্য জাহাজের ভোঁয়ের শব্দ
ভোরে হাটের পথে মানুষ ছোটে,
মেঠো মসজিদে আজানের শব্দ
আবদুলের বুড়িমা অন্ধচোখে লাঠি খোঁজে
গঞ্জে ভিড় বাড়ে ব্যাপারী মহাজন, মতলববাজের—
ক্ষেতে খামারে মানুষের বাঁচার দুর্জয় চেষ্টা।
কিষাণ বৌ দুষ্টু ছেলেটাকে আঁচলে টানে—
এখানে শুধু মানুষ ধরার ফাঁদ।

মাথার উপর খাঁ খাঁ রোদ্দুর—
আকালের দিন চড়া মাশুল খোঁজে
এখানে এতটুকু ফেন অনেক দাম—
রক্তের চেয়ে দামী।
চড়ায় আটকে যাওয়া হেলে পড়া জাহাজ
ভাঙ্গা সংসার হা হা করে রূপনারায়ণের কূলে।

জল গড়ায় মেশে আর এক জলে
আকাশ ছোঁয় পদ্মা-মেঘনার আকাশ।
এখানে কণ্ঠস্বর, ওখানের কণ্ঠস্বরে মেশে।
আকাশ টেনে নিয়ে যায় অভিমন্যু-কে—
অধর্ম যুদ্ধে নিহত অভিমনুর বুড়িমা ছেলে খোঁজে শূন্য বুকে।

রূপনারায়ণ মেশে পদ্মা মেঘনায়
সুখ দুঃখ মেশানো ক্ষুদ্র মানুষের হাসি-কান্নায়
প্রতিরোধ গর্জন করে
গঙ্গার ঢেউ কলনাদে ছুটে যায় ভৈরবীতে।

মোরগের ডাক এবং একুশের হিসাব

প্লাবিত একুশ শক্ত মাটিতে পা রেখে আকাশ ছুঁতে চায়
সরু বুকের নিঃস্ব পাঁজরায় দধিচীর ব্রত
উদ্ধত বেদনায় তুড়ি দিয়ে হিসাব গরমিল করে—
বেহিসাব—হিসাব ওদের ; আইনের চলতি পথ বেঁকে যায়।
স্পর্ধিত একুশ……বড়ই সংক্রামক, তরঙ্গায়িত
মোরগের ডাকের মত ভোরের আজানে ভাসে,
লতিফের মা অন্ধচোখে লাঠি ঠোকে।
বুক ঠেলে কান্না ছড়ায়, লতিফ কোথায় ?
অভিমন্যুর মা কেঁদে কেঁদে পিচুটি চোখে
হারানো ছেলে খোঁজে—খোঁজে, তবু হারায়।
সব—সব স্পর্ধিত একুশ,
ভয়ানক সংক্রামক, তীব্র বেগে অস্থির
সাজানো সম্রাটকে কুর্ণিশ করে না
ইনামের লোভে,
আর কখনো নতজানু হয়ে যৌবনকে বিকোয় না।
একুশ উদ্ধত, সব হিসাব পদাঘাতে
ইতিহাসের ডাস্টবিনে কাপুরুষ মমি হয়ে থাকে।
একুশ, একুশের যৌবন, বন্য ভয়ংকর সুন্দর।
যৌবন নুব্জ দেহে নত নয় ভীরুর আঘাতে।

দিনটি ফিরে আসে

আঠাশে আশ্বিনকে স্মরণ করে

দিনটি ফিরে আসে—ফিরে আসে আমার শৈশব থেকে
এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এক জীবন থেকে অন্য জীবনে।

ফিরে আসে গৃহস্থের ঘর সংসারে।

গাছ গাছালিতে ভরা রূপনারায়ণের তীর
মেঠো মসজিদ, ভাঙ্গা মন্দির, সাহেব গীর্জা
আজান উঠে ভোরে, সন্ধ্যায় আরতির কাঁসর ঘণ্টা
সঙ্গীত বাজে অমৃত পুত্রের।

এমনি করে দিনটি আসে
হাতে হাত রাখে
বলে, আসবো বলেই গিয়েছিলাম
বারবার ফিরে আসবো জীবনের সঞ্চয় ভরে।

নিহত অমল আনন্দ

সাজানো গোছানো ঘর সংসার, সাদামাটা জীবন
অলস মন্থরতায় আয়েসী ঘুম, বাঁচার তাগিদে ঘাম ঝরানো দিন
সাদা সরল রেখাটানা অ-বক্র বিশ্বাস
অমৃত পানে তৃপ্তি, গৃহস্থের অনবদ্য দেমাগী চোখ গৃহস্থালীর বাগানে।
মেদ-চর্বি জমে, মাঝে মাঝে ভোঁতা কথার আড্ডা,
সরাইখানায় তুফান, কখনো ঝড়, সারা বিশ্বের ছায়া।
রাত্রের জৈবিক আনন্দে মদালস ঘুম।
মেজাজে দিন কাটাই, তোফা দিন কাটাই
ভোরের সংবাদে ভূমিকম্পের সংবাদে আমেজ পাই।
নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদ, ভূমিকম্পে বিস্ফারিত মাটি
ধ্বস্ নেমেছে সংসারের পারিজাত শীর্ষে, আলোড়িত···আলোড়িত।
মৃত্যু ধ্বংসের চোরাগোপ্তা, বিষাক্ত বাতাস
প্রচণ্ড লোভ, সভ্যতা অসহায় শিকার
আগুনের ধারালো শিখা গ্রাস করেছে হলুদ নদী।
পাখির বহু সঞ্চয়ের বাসা, মানুষের ভালোবাসার কুটীর
উড়ো বাতাসের উদ্দামে, হিংস্র মানুষের তাণ্ডবে তছনছ।

সংবাদ দুরেদুরান্তের ঘর ভাঙ্গার নির্মমতার কথা জানায়
জানায় আমার তোমার ঘর ভাঙ্গার কথা।
সব সুখ দুঃখ মিলে মিশে একাকার,
কঁচি শিশুদের কান্নার হাহাকার
মানুষকে প্রতিরোধে সতর্ক করে, প্রত্যাঘাতে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে।
বিশ্বের হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হাসান হোসেন
কারবালার কুরুক্ষেত্র শেষে সবুজ মাঠে ফোঁটা ফোঁটা চিহ্ন রেখে
হাত-বুক এগিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বরাভয়ে
আমন্ত্রণ জানায় এসো শ্বেতপদ্মে তুমি জীবন।

বিপন্ন বিস্ময়ে

ঘাম ঝরানো রৌদ্র তীরের মত ফোটে
অনাবৃষ্টি, খরা, দুর্ভিক্ষ, লাল লাল মানুষ
শূন্যবুকে কেমনতরো কান্না গুমরায়
সংসারী মানুষ দরোজা—জানালা ছেয়ে লতানো গুচ্ছে
ছায়াশীতল জীবন খোস মেজাজে বাণপ্রস্থের আড্ডা জমায়।
—'কেমন আছেন' কুশল সংবাদ নিতে বিব্রত,
দিতেও বিরক্তের কুঞ্চন সারা অঙ্গে।
দামাল ছেলেগুলো হুটোপাটি করে
বাসের ছোটাছুটি দুরন্ত দুপুরে—
শাঁখের আওয়াজ ওঠে ফুলেশ্বরের ব্রীজে
বাতাস কথা বলে মেঠো মসজিদে।
কোথা থেকে উড়ে আসে উত্তপ্ত হুংকা
কবিতার খেলা, নাক উঁচু কবিরা যোনিতে ছন্দ মেলায়
বৃহন্নলারা আজো যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রহানায়
শত্রু শিবির জয়োল্লাসে মত্ত হবে জেনেও
অস্ত্র ফিরিয়ে দেয় না অজেয় অমোঘ প্রত্যাঘাতে।

দিনান্তের শেষে কুলোয় ফেরে বিহঙ্গ,
মেঘ-ঝড়-বৃষ্টির আকুল দিনে,
সংসারের শেষ প্রান্তে এসে বিপন্ন বিস্ময়ে
বেদনার ধূসর সাজে হাহাকার করে।

রৌদ্র প্রহর

কালবেলা মুখোমুখী অপরাহ্নের উত্তাল ভাষণ
দুর্জয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সুতীব্র ঘোষণা
গর্ভবতী মায়ের মত নম্রতায় মেশানো
অথচ নবজাতকের আগমন স্বপ্নসম্ভব,
স্তব্ধ হও আত্মপ্রচারে মগ্ন কাপুরুষ,
নিষ্ঠুর নিয়তির মৃত্যু হাহাকার করে থামে তৃণ !

মনে পড়ে অভিমন্যুর বধের কথা
নিসঙ্গ এক কিশোর ভালবাসা যার আননে
মনে পড়ে ?   মনে পড়ে, ইতিহাস মহাকাল হয়ে ছুটে আসে
কালবেলা রৌদ্র প্রহরে ভরা, উত্তাল তরঙ্গায়িত
রোষে, ক্ষোভে ছুটে আসে, ছুটে আসে নিয়ে যত ব্যথা ।

স্বগতঃ শব্দগুলি

কাছে এসেও ফিরে যাই ভীরু সংকোচে
দর্পণে নিজেকে দেখি, কোথায় যেন গ্লানির ছাপ
দরজায় হাত রাখি ঘরে আনব বলে,
নিঃশব্দে কয়েকটি শব্দের ছবি রেখে যাই।
হাসি ঠাট্টা তামাসা জীবনের জুয়া খেলা
দাবার চালে হেরে যাই পরাজিত মানুষের লাঞ্ছনা নিয়ে
ভালোবাসার তিলক কপালে এঁকে
বলা হলো না আমি আজও আছি তোমার স্বপ্নে।
কুয়াশার আবছা অন্ধকারে পথ চলতে চলতে
জীর্ণ শাখার মরা পাতা ধোঁয়ায় ঢেকে
তোমার হাত চেপে বলতাম, আমায় ভালোবেসো।
স্বগতঃ উচ্চারিত শব্দগুলি পাহাড়ী উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত
যীশুর ক্রুশে রক্তের ফটো, যশোদার গভীর চোখ
মেরীর মুখে
ঘন্টা বাজে শিশির হয়ে ম্লান অস্পষ্ট স্বরে বলি, আমায়
ভালোবেসো।

সীমান্ত পেরুনোর স্বপ্ন

স্থলপদ্ম এখানেও সূর্যের আলোয়
চোখ দুটো মেলে দেয়—
কামিনী, হাস্নুহানা গন্ধ ভরায়
ফিংয়ে, শ্যামা, দোয়েল গান গায়।
এখানের মাটিতে স্বপ্ন, বৃষ্টি ভেজার সোঁদাগন্ধ—
গেরুয়া মাটি ধুয়ে খোয়াই ভরায়
কেয়ার বনে বনে।
চন্দন গন্ধে হিমেল বাতাস
স্বপ্ন দেখার রক্ত মেশানো নেশা।
শহর আর গ্রামের গল্পের রাজকুমার
নিস্তব্ধতার কুয়াশা পেরিয়ে
ফিরি করে বেড়ায় যুঁই-চামেলীর মালা।

ভোরের বাতাসে শুরুর প্রহর
তখনও ভাসে স্বপ্ন আর বেল-যুঁই-চামেলী
চাই—জোর আর্তনাদ মনের ভিতর
হারানো অনিমা সেনকে খোঁজে
পুনর্ভবার সাজ নিয়ে।

হারানো যীশু

উদ্দাম বাতাসে বন্য আগুনের মাতামাতি
দ্বিপ্রহরে উদ্বেল তপ্ত রক্তে প্রশ্ন উঠে
'আমার হারানো যীশু কই ?'
কোন বনে কোন পথে হাঁটে হারানো যীশু
অন্ধকারে মৃত্যুর ছায়া,
অতর্কিত নিঃশব্দ পদচারনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত হায়েনা
'আমার হারানো যীশু কই ?'
বাছা শেষ সন্ধ্যায় দুটি পান্তা ভাতের গ্রাসে
দেওয়ালে ছায়া তুলে দুরন্ত ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে
ডুবুরী হয়।

'আমার হারানো যীশু কই ?'
মশাই, আপনি তো সাংবাদিক
শুনি মানুষের কথা লিখে পুরস্কার পান
সংবাদপত্রের এককোণায় দিন না জানিয়ে
দুঃখিনী মায়ের হারানো যীশুর কথা।

সূর্যের প্রোজ্জ্বল আলোকে

ধলেশ্বরীর জলে স্নান সেরে প্রোজ্জ্বল আলোকে
পবিত্র হয়ে তোমার করতলে স্থলপদ্মের পাপড়ি ভরিয়ে
ডাক দিই নম্র কণ্ঠে, নিকটের আমন্ত্রণ জানাই।
সামনে নির্জন গেরুয়া পথ রুক্ষতায় বক্র
নীরব কোমলতার শব্দহীন যাগযজ্ঞের বনভূমি
উচ্চারিত উদাত্ত কণ্ঠ কোন রাত্রের মত্ততা হারাই।
তমসার অতিক্রান্ত জ্যোতির্ময় বেদমন্ত্র
পৌরুষ এনে দেয় বীর্যহীন সিংহ শাবকের
অমোঘ অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায় জীবনের অমৃত সিঞ্চনে।
শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত পুষ্পসম্ভার নানা রঙে রঙ্গিন
অপবিত্র বিবর্ণ কোটরে লুকোয় ভীরুতার আবরণে,
উদ্বেল উত্তাল সাহসে অজেয় পৌরুষে
পবিত্র হবো ধলেশ্বরীর জলে স্নান সেরে সূর্যের প্রোজ্জ্বল আলোকে

শেষবার বৃষ্টিতে ভিজে নাও

অকারণ অর্থহীন ইতিহাস নয়,
ঝড়ের ছোটাছুটি এলোমেলো
জানালা-দরোজা কানাকানি করে যায়
মুখোশ খোলার দিনে।
জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যায় ধু ধু মাঠ,
সাদা কুয়াশা জমে থাকে চোখের সামনে
কোথা থেকে অস্পষ্ট শব্দ মাঠে-ময়দানে টানে!
ধুলোয় আশীর্ণ, হা হা হা হি হি হি হাসির সভ্যতা
ভেঙেচুরে দুমড়ে যায় সাজানো-গোছানো বিশ্বাস
বাচ্চা ছেলের অবুঝ দাবড়ানিতে।
বন্ধ করে দেবে দাও
গোটা শরীর পিঠ লংক্লথে মুড়ে
বৃষ্টিতে তবু ভিজে নাও শেষবারে।

শব্দ রঙ মিশে হারিয়ে গেলে

সারাদিন খটখটে রোদ্দুর, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি
ঘর্মাক্ত শরীরে রাজা উজীর মারা,
পৃথিবী উড়িয়ে দেওয়া মেরে টুসকি।
হরিনামের মালা নিই সকলেই অবশেষে
ফোঁটা ফোঁটা জলে মাথা ঠাণ্ডা,
রাস্তার মোড়ে ট্রাফিকের জট বাঁধে।

হাত বাড়াই, হাত বাড়াই আকাশ পানে
একরাশ বৃষ্টি ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়,
হাস্নুহানায় ফুল ধরে, গন্ধ বুকে নিয়ে
যুবরাজ ঘোরে পথে পথে।

দরজায় কড়া নাড়ি, কড়া নাড়ি
গোপনে তাকাই এদিক ওদিক
শব্দ রঙ ঘরে হাসি খুশি।
শ্রাবস্তীর এলো চুলের ঝরানো সাম্রাজ্যে
ব্যতিব্যস্ত খোঁজাখুঁজি,
ঘর সংসার হাটে ফিরে যাই নিরীহ নির্বিবাদে।

সাপের ঝিলিক, এলোমেলো বৃষ্টি
আকাশ ছোঁয়া শহুরে বাড়ী
বেলুন হয়ে উড়ে যায়—
শব্দ রঙ মিশে যে কাণ্ড করে নাম তার অনাসৃষ্টি।

শিরোনামা নেই

এক পশলা বৃষ্টি, নরম মেয়ের কান্নার মত
যুক্তি না থাকুক, আবেগ আছে মুহূর্তের
শরতের মেঘ হয়ে উড়ে যায়, কখনো জমাট বাঁধে,
সব কিছু ঠাণ্ডা মেরে যায় স্যাঁতস্যেঁতে আবহাওয়ায়
দেশলাইয়ের বারুদ জমে যায় চাপা আগুনে
শখের মিছিলের মত কোলকাতা-কে ছবি দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া,
আবর্জনা আর আঁস্তাকুড়, ভুখা মানুষ, কুকুরের বাচ্ছা
মানুষের বাচ্ছা বেইমান সভ্যতাকে আঁকড়ে ঘুমিয়ে থাকে।
তবু মিছিল হয়, পুরস্কার দেওয়া হয়,
ঠাণ্ডা ঘরে মোমের হাতে হাততালি পড়ে—
সাহিত্যের বৈষ্ণবী আখড়ায় ভজনার কিস্তিমাত
বিধবার ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানোর কি চেষ্টা—।

পাহাড়ী ঢল নামার সংকেত
গুরু গুরু শব্দ—শখের মিছিল ভেসে যাবে
ক্ষুধা আর ক্রোধের মিলিত গর্জনে।

আজানের ডাক স্বদেশ আমার

আজানের ডাক ভোরের বাতাসে
যৌবনকে উথালপাথাল করে প্রচণ্ড আলোড়নে,
যৌবন বড়ই নিষ্ঠুর দুর্দান্ত রক্তাক্ত
আকাশে।
ক্ষত বিক্ষত স্বপ্ন তবু হাত বাড়ায় ভালোবাসার ?
মোরগের ডাক প্রত্যুষের ঘুম ভাঙ্গানিয়া
একুশের যৌবন ক্ষ্যাপামির বাউল হয়ে
স্বদেশ খোঁজে—স্বদেশ খোঁজে পথে প্রান্তরে।
আহত মানুষের আর্তনাদের পাশে
নিহত সিংহ শাবক কাপুরুষ ভীরুতাকে পদাঘাতে
যৌবনের উত্তরীয় পরিধান করে।
সম্মুখে
যৌবন প্রশ্ন করে অসংখ্য ভয়ালো দন্তের।
ভালোবাসার বন্যতাকে উদাম বক্ষে
সমুদ্রের শেষ ঢেউ গোনার প্রতীক্ষায়
অতন্দ্র প্রহরীর ধারালো চক্ষে কান পাতে
আজানের ডাক স্বদেশ আমার।

এগারোই জ্যৈষ্ঠ

বড় দুঃসময় পৃথিবীর খবর দেওয়া নেওয়ার
বড় দুঃসময় সময়ের প্রদক্ষিণে
কালক্রান্তির মুহূর্তে দুঃসময়ে যন্ত্রণার
কবির প্রাজ্ঞতায় বৈশাখ এসে মেশে জ্যৈষ্ঠের কালবদলে।
বড় দুঃসময়—দুঃসময় হুংকার দেয় যুদ্ধের আর মৃত্যুর
শৌখীন বুদ্ধির চালিয়াতি ফেঁসে যায়,
নতুন মানুষের জীবন সত্যের কণ্ঠস্বর
প্রতিধ্বনিত হয়, পিছনে মিশে যায় হাহাকার।
খরা, দুর্ভিক্ষ, অনিদ্রা, অসম্মান আর লাঞ্ছনা
সভ্যতা কপালে দাগিয়ে নিয়ে
ভাবে শেষ হবে কবে বঞ্চনা?

বড়ই দুঃসময়ে মাটিতে পা দিয়েছি,
বৈশাখের তাপদহনে জ্যৈষ্ঠের ঝড়
এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করে তছনছের উল্লাসে
মরসুমী ফুলের বাগান, সাধের সাজানো ঘর সংসার
কাঠফাটা রোদ্দুরে পুড়িয়ে খাক করে
আমাদের দুঃসময়ের কালকে
শেষ পর্যন্ত নতুন ফুল ফোটার আশায় দিন কাটিয়েছি।

বড়ই দুঃসময়ের দিন
কালের পালাবদলে
নতুন ফুলের আশায়
ঐ আগুনপোড়া আকাশে চোখ মেলেছি।

বকুলতলায় দাঁড়িয়ে

ঘর-সংসার সব এলোমেলো করে
বিকালে আবছায়া অন্ধকারে
নাক জ্বালানো কুয়াশা নামে।

শিশুর আনন্দ, মায়ের শিহরণ।
আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াই, থমকে দাঁড়াই
"ওকি আছে, না কোথাও হারিয়ে গেছে?"
হারিয়ে কেউ যায় নাকি? নাকি ডাকে সাড়া দেবে না
তাই লুকিয়ে থাকে কোথাও?
কোথায় তাকে খুঁজব? কোথায় তাকে পাবো?
তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরি—শুধু ছায়া—
সেই দীর্ঘায়ত ছায়া দর্পণে অন্ধকার ফেলে
কোথায় লুকিয়ে যায়।

কি করে তাকে খুঁজব? প্রহর-প্রহর অতিক্রান্ত
যামিনী এসে যায়। অসংখ্য কথার টুকরো
ছবির রঙে ছিটিয়ে ছিটিয়ে সবুজ পাতার ডালে
পাখি হয়ে দোল খায়।
আর কতক্ষণ আর কয় প্রহর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুক্ষণে মিশে
অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব
বকুলতলার স্নিগ্ধ শ্যামল গন্ধে।

কতক্ষণ কতক্ষণ কত প্রহর, কত যামিনী
আঙ্গুল গুণে যাবো বকুলতলায় দাঁড়িয়ে।

আলোর অন্বেষণে

[শ্রীদীপক দে ও শ্রীমতী শ্যামা দে]

পৃথিবীর দাবাগ্নির হুতাশনে
মানুষ খুঁজে ফিরি
বিবশ ক্লান্তি শিথিল স্নায়ুতে
উত্তেজনায় হায় মরি মরি।
বিষাদঘন মোমবাতির ম্লান আলো
পবিত্রতা সব কেড়ে নেয়
আলোর উত্তরণে পা মেলে মেলে
দীর্ঘায়ত ছায়া বাতাসে উজান দেয়।
গৃহস্থের চাতুর্যের সংসার নয়—
মাপা জোখা নিসানী, বিষয়ী আশয়ী দম্পতীর
কফি অথবা চায়ের কাপে
অতিথি সেবার ফাঁকা হিসাব নয়।
বরং অগোছালো, তর্কের ঝড়
উচ্ছৃঙ্খল এলোমেলো শিল্প
কবিতাও ততোধিক—
মানুষের পেশব শিরা জান্তবের বক্রতা এসে মেশে না
কবিতার প্রচলিত রীতি ভাঙ্গার অপ্রচলিত শব্দ শুনে
শেষ অবধি স্তব্ধ হয় পণ্ডিতেরা কেশে কেশে কিছু বলে না।
শিল্প এবং কবিতার পাশাপাশি অবস্থান
সহজ নিক্তিতে ওজন হওয়ার দুরাশা সমীকরণ।
হঠাৎ আলোর ঝলকানি
অথবা
প্রাণ জুড়ানো বাতাসে
পরম আশ্বাস পাই
অন্ধকারে দুর্যোগ পেরিয়ে
আলোর বৃত্তে এসে।

ফেরিওয়ালা হাঁকে

ফেরিওয়ালা হাঁকে, ফেরি করে ঘরে ঘরে
নির্জন দুপুরের অন্ধ গলিতে—
মানুষ ঝিম্‌ হয়ে নেশাখোরের কানে
ফেরিওয়ালার হাঁক শোনে—
কে কি নেবে এসো।
মাঝে মাঝে লেজ গুটিয়ে রাগী কুকুর চীৎকার করে,
আকাশে মেঘের ছায়া শহুরে অন্ধকারে
কে কোথায় যে হাঁটে, কোথায় যে পেঁছায়
কেউ কোন খবর রাখে না।

এই শহরে কে কার খবর রাখে,
কেউ নেয় না কারুর কুশল।
আগন্তুক কড়া নাড়ে, ঠিকানা খোঁজে
—'বলতে পারেন অমুকের বাড়ী কোথায় ?'
অথবা 'উনি বড় দাতা,' কিংবা 'ভয়ংকর পণ্ডিত'
যত বলে, ঘাড় নাড়ে সকলে কেউ চিনি না।

ফেরিওয়ালা হাঁকে, ফেরি করে মালপত্তর,
'এসো, নিয়ে যাও সস্তায়।'
সস্তার মাল অনেক কিনেছে
ট্যাঁকের কড়ি খরচ করে—
আর কেউ রাজি নয় রদ্দি মাল কিনতে।

তবু ফেরিওয়ালা হাঁকে
নির্জন দুপুরের অন্ধ গলিতে।

আলোর বর্ণমালা

বন্দরের জানালায় বাড়িয়ে ভালোবাসার মুখগুলিকে জড়িয়ে ধরব
সামনে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে উত্তাল তরঙ্গ
কখনো সরোষে সগর্জনে ছুটে আসা ঢেউ
হাত বাড়িয়ে দিয়ে বন্দরে পেঁাচেছে
চুল ওড়ানো আঁচল কাঁপানো বাতাস
কঁচি কঁচি মুখের হাতে রঙ্গীন পতাকা
ঐ তো মাস্তুল তোলা জাহাজ ডেস্ট্রয়ার

জাগুয়ারের মত হিংস্র দাঁত ট্রলার থেমে আছে।
বন্দর পেরুলেই মাঠ পাহাড়ের ধুসর ছায়া
বিরাট বৃক্ষের ছায়া কাঁপানো তল
গাছ—গাছালি—চলো আরও এগিয়ে যাই
পান্তাভাতের থালায় মায়ের ব্যঞ্জনা।
বন্দর তুমি উল্টো মুখে হাট কেন,
জাহাজ তুমি পারবে উদ্দাম বাতাস কাটিয়ে পিছিয়ে নিয়ে যেতে ?
পারবে ? পারবে ? পারবে ?
পারবে তুমি আমার সমস্ত হৃদয়মূলকে নাড়িয়ে দিতে ? না, না, না
সম্রাট তুমি আমায় কি দিতে পারো ?
কি আছে তোমার ? সাম্রাজ্য, সুন্দরী, সুরা ?
আমার এই ছিন্ন থলিতে কি ভরা আছে জানো ?

আমার হাড় পাঁজরা আদুড় গায়ে কি লেখা আছে জানো ?
মণি মাণিক্যের চেয়েও মূল্যবান অ আ ক খ আলোর বর্ণমালা।

উচ্চারিত শব্দগুলি

আর একবার আমাকে থমকে দাঁড়াতে দাও
বন্ধ দরজা জানালার সামনে মাথা নত করে
তোমার জন্য উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি মনে করে নিই।
বৃষ্টির অসংখ্য অকৃপণ ফোঁটার মত
টুপটাপ বুদ্‌বুদ্‌ তৈরী হয়ে
নিরর্থক উদারতায় হারিয়ে যেতে চাই।
'প্রতিশ্রুতি' 'প্রতিশ্রুতি' মনের শক্ত দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে
অবশেষে জনান্তিকে উচ্চারিত শব্দগুলিকে
বিবেকের চরিত্রে শুদ্ধ ভঙ্গীতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া।
সাজগোজের খোলস খুলে
মুখোস দেওয়ালে ঝুলিয়ে
সত্যি কিছুতে হারিয়ে যাওয়া।

হারানোর অর্থ কি কিছু খুঁজে পাওয়া ?
ঘরের ভিতর ঘর, মনের ভিতর মন,
নাবিকের মত অনেক অতলে তলিয়ে
সমুদ্রের তলা থেকে কিছু মণিমাণিক্য খুঁজে আনা।
বাণিজ্যের ফেরি করা সাম্রাজ্যকে চাকচিক্যে পালিশ করে
নরম নরম কথার প্রলেপে
ভাঁড়ামোর কোমল বালিশে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়া ?

আসরে ঘন্টা পড়ে, বায়নার দরাদরি তখনো চলে
চুমকি বসানো সাজপোষাকে শেষবারের পালা ঝালিয়ে
নিয়ে মনে
স্মৃতির অক্ষরে চোখ বোলাই।
রং মাখা মুখ আয়নায় দেখি,
বাজনাদার আসর জমায়,
বাতাস কথা বলে ফিসফিসিয়ে
শূন্য মনে হিসাব করি আমার কিছুই হলো না পাওয়া ।।

যতদূর চোখ যায়

যতদূর চোখ যায়, চোখ মেলে দিই দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে
জ্যোৎস্নার আলোয় ভরা ধু-ধু মাঠ, আলেয়ার আলো কোথাও বুঝি
হাতছানি দেয়

হিমঝরা রাত শব্দহীন আবেশে সলাজ নম্রবধূর মত ;
সাদা কুয়াশা লুকোচুরি খেলা করে
আজানুলম্বিত ভঙ্গীতে তীব্র মায়াময় শিহরণে।

যতদূর চোখ যায় চোখ মেলে দিই সরল রেখায়
বাধাহীন অনাবৃত মুক্ত আলোকে
স্তব্ধ স্পন্দনে কি কথা বলে যায় চুপি চুপি
হরিণীর চোখ দিয়ে তৃষ্ণা আবরণে।

জীবন্ত হাস্নুহানা গোলাপের ঝাড়
আলোর বেলোয়ারী দিয়ে চোখ রঙ্গীন হয়
নম্র শিথিল পদক্ষেপ, ভীরু বক্ষ স্পন্দন
মুহূর্ত শেষে খুঁজে পাই প্রাণের আস্বাদনে।

সব কথার পোষাক থাকে না

সব কথার পোষাক থাকে না,
খোলামেলা উদম শিশুর মতন
স্নায়ুতে ধাক্কা দিয়ে দরজায় মুখ লুকোয়,
লুকোচুরি খেলে। সব কথা সাজানো হয় না।

আপাততঃ পোষাক খোলস মূর্তি
দেওয়ালে টাঙানো, বাতাসের ধাক্কায়
লুকোচুরি খেলে আপন হাতে ধরবে বলে।
সব কথা পুতুল হয় না।

সব কথার পোষাক থাকে না;
বাড়ী পালানো শিশুর মত ঘণ্টা
বাজায়, লাটাই সুতো ঘুড়ি লুকানো তাকে।
সব কথা ঘুড়ি হয়ে ওড়ে না।

কৃষ্ণচূড়ার আগুনে জমানো বুকের কথা

ক্রমশঃ ক্রমশঃ ছায়া দীর্ঘতর হয় আজানুলম্বিত প্রসারিত দীর্ঘাবয়বে
ক্লান্তি আসেনা চোরাগোপ্তা হানতে কুটিল হানাদারের মত—
সময়ের মুহূর্তে অনুপরিমাণে খণ্ডিত শষ্যকণার কৃপণ সঞ্চয়ে
ছায়া ঢাকা দিয়ে দূরে দূরে দাবানল দেখে যাই।
আর কিছু নয়, কবিতার খেলা স্তব্ধ প্রহরে
শিশুর মত বুকের মধ্যে আশ্রয় নেয় মায়ের সুনিশ্চিত স্তনে
দুরন্ত দামাল বেহিসাবী, ভয় পায় মেয়েলি মন ;
অনেক যুদ্ধের শেষে বৈকালিক দুপুরে
বিষাক্ত ঘামাচিগুলো শেষ করে দীর্ঘতর ছায়ায় মিশে যাই
জানি সেখানে আর যাবে না তুমি, কৃষ্ণচূড়ার আগুনে
আমি একাই হেঁটে যাই বুকের কথাগুলি সিন্দুকে পুরে।

হাঁটছি…হাঁটছি মনে পড়ে

হাঁটছি হাঁটছি, অনেক দূর, অনেক দূরের পথ হাঁটছি……
ভাঙছি, ভাঙছি, অনেক চড়াই উৎরাই ভাঙছি…
বয়সের খাঁজে সময়ের রেখা, জীর্ণকেশে শ্বেত আভা
ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে সমতলে নিঃশ্বাস ফেলছি…।

কখনো সাঁতারে, কখনো ছুটে—আর কখনো গুটি গুটি পায়ে
ওপাশে দাঁড়ায় শান্ত্রী, পিছিয়ে দেয় এক পা, এক দমকায় দু'পা সামনে
আমি কি করে মানুষের মিছিলে এসে লুকিয়ে পড়ি
ফিরি কি করে দলচ্যুত মানুষ হয়ে ?

তুমি হেঁটেছো, ছুটেছো হাতে হাত শক্ত বাঁধনে
কত পথ, কত দিন আর রাত্রি—
অযুত সাহসে দু'জনে তুড়ি দিয়েছি হিংস্র জান্তবকে
কথা ছিল শেষ অবধি থেকে যাবো মানুষের ময়দানে।

মনে পড়ে, মনে পড়ে মুঠি আলগা হয়ে গেছে
জেব্রা রোডের ক্রশিংয়ের সবুজ হলুদে তোমার বিবর্ণ চক্ষু
ক্রাইসলার, জাগুয়ার, দোতলা লেল্যাণ্ডের রাক্ষুসে মুখ
যুদ্ধের কৌশলে ওপারে চোখ রেখে আমার পা দুটি ছুটেছে।

দাবানল

শরীরে যদি কোথাও থাকে জ্বালা, যদি থাকে মনে,
ধু ধু করে উড়ে যাবে আগুনের মত বাতাসের প্রবল বেগে।
শান্ত হয় যেদিন নদীর ধারায়
তার মূল্য কি যে দাঁড়ায় গাছের ডালে বসে থাকা পাখিটা জানে।
মানুষ ঘর সংসার বাঁধে পুত্র-কন্যা-জায়া নিয়ে চার দেওয়ালে ঘেরা ঘরে,
পাখিরা গান গায় বনে বনে প্রাণের আকুল আনন্দে,
বাতাসের টানে উত্তরমেরু কি দক্ষিণমেরু থেকে উড়ে আসে
একপাল, পঙ্গপালের মত দল বেঁধে,
মনে থাকে কি পুরাতন স্মৃতি ফেলে আসা গৃহস্থালির কথা,
মনে থাকে কি থাকে না, শরীরে বা মনে কোন জ্বালা থাকে
কিনা কেউ জানে না।
শুধু আকাশের ছায়া মেঘের রুপোলী আলোর চক্রাকারে ঘুরে আসা।

ফাঁদ

এখান থেকে হাতছানি—সামনে আকাশে মেশা দিগন্ত
বিশাল ঘন অরণ্যানী—ভয়ালো জন্তুদের পাশব হুংকার,
হিংস্রতার ব্যাদানে নির্মম জগৎ,
নামাবলী, মুখোস, কারুকে চেনা যায়, কারুকে যায় না।
অসতর্ক মুহূর্তে পদক্ষেপের স্খলনে
মৃত্যু তোমার দরজায় দাঁড়ায়।
লোভী, জুয়াড়ী, মহাজনের হিসাব মেটাতে
জীর্ণ পঞ্জর, ভীরু বক্ষ।

এখান থেকে হাতছানি, ছলনাময়ীর প্রেমের চাতুর্য
সাজ-সজ্জার আড়ালে কুৎসিত দেহাবয়ব।
হাস্যকর খেলা, এসো লুকোচুরি খেলি গভীর অরণ্যে।
ফাঁদপাতা গোপনে, হুমড়ি খেয়ে শেষ হয়ে যাওয়া।
রূপসীর অট্টহাস্য, প্রেমিকের আর্তনাদ।
হিংস্র জন্তুর আনন্দ উল্লাস
শিকার পাওয়ার রসনা তৃপ্তি।

দরজায় ঘন কালো মেঘের ছায়া,
দুরু দুরু বক্ষ, বাইরে খেলার জ্বালা।

নিহিত প্রশ্নের ডুবুরী

ইতস্ততঃ ছড়ানো প্রশ্নগুলি মারমুখী হয়ে দাঁড়ালে
বন্ধ ঘরের জানালা-দরজা খোলা না রেখে
ফাঁকা ফাঁকা চতুর চালাকিতে বাচালের মত
তর্ক তোলে রেঁস্তোরার আড্ডায়।
লোড শেডিং, মোমবাতির আলোর আঠারো শতক
বিংশ শতাব্দীর মতবাদের স্ট্যাটেজী আলোচনায় মগ্ন
কয়েকজন যুবক-যুবতী।
শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা, ফুটপাথে চিত্র প্রদর্শনী
পথসভায় বাজেটের আলোচনা, মুক্তাঙ্গনে সস্তা টিকিটের নাটক।
নিরিবিলি অন্ধকারে পুলিশি চোখ এড়িয়ে চুমু খাওয়াখায়ি।
ক্যালকাটা সেভেনটি ওয়ান—অশনি সংকেত
তর্ক চলে বিশশতকে মোমবাতির আলোয় পঞ্চদশকে ফিরে।

ঈদের চাঁদ

প্রাণের স্রোত হারায় জীবনের শুকনো মরুভূমিতে,
অপবিত্রতার ক্লেদে মানুষ সভ্যতায় কলুষতা আনে—
হানাহানি, বিদ্বেষ, জর্জরিত মানুষ
সব হারানোর যন্ত্রণায় নীলকণ্ঠ আকাশ পানে তাকায়
ভালোবাসার দিকবলয়ে আশা করে
মানুষের হাতে রাখীর সুতো বেঁধে দেবে।
উদার মুক্ত তীব্র সুখের আবেশে
বিষভরা বাতাসে দুহাত ছুঁড়ে
আজো বলে বেঁচে আছি।

সভ্যতার আকাশ জীবাণুভরা
হিংসায় ভরা মানুষগুলো মরা
তবু আকাশ আলোময়, তারার ভরে
গাছ-গাছালির পাতা বাতাসে নড়ে।
দিগন্ত প্লাবিত আনন্দধারার
আকাশে একফালি চাঁদ,
আগামী সভ্যতার প্রাণময় উচ্ছলতায়
উৎসব আনন্দে ভরে যায় মানুষের হৃদয়গুলি।

সুবর্ণরেখা

আকাশ ছোঁয়া মন বাউল হয় আপন খেয়ালে
দোয়েল ফিঙে শ্যামার গান শুনে
মন হারিয়ে যায় জলতরঙ্গে।
দূরে অনেক দূরে টিলা সারি সারি,
এসো মন চলো ঘুরে আসি,
শাল পিয়াল আমলকি
বাতাসে পাতা দোলায় ঝুলিয়ে রাখি।
নানা রঙের পাথরগুলি ভরে থলিতে
শিরিষ কৃষ্ণচূড়ার ডালে চোখ মেলে
ফুলডুংরীর পাহাড় ছুঁয়ে
এসো মন
চলো ঘুরে আসি সুবর্ণরেখা ধারে।

মনের ভিতর মন

মনের ভিতর মন, রৌদ্র মাখানো অপরাহ্ণ
পাতাগুলি ঝরে কালো পিচের রাস্তায়।
মনের ভিতর মন—এই মন চিনতে
মনের আনাচে কানাচে কড়িগুলি ছুঁড়ে দিই—
কড়িগুলি ছুঁড়ে দিই, ছুঁড়ে দিই নিপাট চাদরে।
কি যেন পাবো, কি যেন পাবো,
পকেট হাতড়াই পাবো কিছু সস্তায়,
এই মনটাকে চিনি, জানি, বুঝি
মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলা করি—
কানামাছি ভোঁ ভোঁ মিথ্যার জাল বুনি।
ডাকি যখন ঐ মনটাকে অনেক ভিতরে ভিতরে
জামা কাপড়ের সাজে। কোথায় কোথায় কোথায়-
কখনো উদাস বাতাস ভালোবাসায়
কখনো গভীর সমুদ্রের ক্রুর হিংস্রতায়—
আর কখনো অন্ধকার অরণ্যে রহস্যের হাতছানি,
সেই মনকে কেবলই সামলাই যদি যাই হারিয়ে।

ঐ মন আজও চিনিনি, বুঝিনি—জানি না ওকে ;
নিঃশব্দে হেঁটেছি, হেঁটেছি—
এই চক্রে ঘুরেছি
মনের দরজা জানলায় পর্দা বাতাসে উড়ছে
গুমরে উঠছি দুঃখ-শোকে।

জুয়াড়ীর হাততালি

জুয়া খেলা জীবন, জীবন্ত প্রাণের ছিনিমিনি
জুয়াড়ীর অভিনয় করে যায় রঙ্গমঞ্চে
রং মেখে, সাজগোজ করে
দর্শককে অভিবাদন জানায়
তুরুপের তাস ছুঁড়বে বলে।
বাহবা অথবা সস্তা অন্যকিছু
খালাসীটোলার রংদার মালের চেয়ে সস্তা
পরম খুশীতে কুর্ণিশ জানায়, হায় ঈশ্বর।
পর্দা পড়ে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস
নায়িকার বাচ্চা কাঁদে ঘর সংসারে
ছোটাছুটি করে মাতাল মা
চন্দ্র তখন মধ্যযামে হেলে।

ওরে মায়াবী—

মায়াবী তোর রঙ্গীন ফানুস হাওয়ায় উড়ে
ভুলিয়েছে শৈশব, তোকে ধরব বলে হাত বাড়িয়েছি—
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিদারুণ উদাসীনতায়
আজ শুধু বোকামির দিন গুণছি
পারাপারে ওভার ব্রীজ পেরুনোর ;
ছোটাছুটি করে ট্রেন শাঁখের শব্দ তুলে
হুস্ করে ছুটে চলে যায় ফুলেশ্বরের দিকে।
তোর মায়াবী রঙের ছবি দেওয়ালে টাঙ্গাতে
আমার আপন মনকে তুলে দিয়েছি লম্পটের হাতে।
কৃষ্ণচূড়ার সিঁদুরেফুল রঙয়ের শেষ টানে
তোর কাছে ছুটে গেছে সব কিছু হারাতে।
নিদারুণ সরলতা, প্ল্যাটফর্মে শেষ যামিনীতে
অপেক্ষা করি, তুই এলি না মায়াবী।

আজ মনে হয় কি বোকামী
তোর মেনী বিড়াল হওয়ার
সেই কথা মনে আছে তোর মায়াবী ?

রুমাদির জন্য প্রার্থনা

কেন যে কয়েকটি সরলরেখা এঁকেবেঁকে যায়
জীবনের আদিগন্ত বেলাভূমিতে—
উদ্‌ভ্রান্ত প্রশ্নের দিকহারা স্বপ্নালু আবেশ
অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসা খোঁচা দেয়
পুত্রহারা জননীর ব্যাকুল প্রার্থনা
কোথায় যেন এলোমেলো হাহাকার
কি পাওনা আর কি না পাওয়া,
তবু ফসল ফলে কিষাণের জমিতে।
সব হারানোর বেদনা ভুলে যায়
তুচ্ছ-অতি তুচ্ছ তৃণভূমিতে।

টুকরো কথার দানা ছুড়ে

কোটি কোটি, হয়ত লক্ষ হতে পারে
অথবা আরও বেশী শব্দ শোনার মত ছড়ানো হলে
কিছু ফসল ভরে। সবুজ ক্ষেতে হিমেল বাতাস

এলোমেলো হয়ে বৃক্ষের আনত বক্রতায় ধাক্কা খায়।
শব্দ হারালে চলে না কবির তূণ থেকে হারিয়ে যাওয়া
তীরের মত।
ধারালো ফলার সূর্যের আলোয় প্রতিভাত
ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মেহগনীর প্রবল ধিক্কার,
আত্মমগ্ন ঢেউ হারিয়ে যায় সবশেষে
শব্দের শাসানিতে। কোন কোন শব্দ ফুঁসে ওঠে
প্রবল বিশ্বাসে।

পুলকিত শিহরণ

সবুজ মাঠে পা ফেলা জীবনের অন্বেষণ,
দুহাত বাড়িয়ে, এসো তুমি-র আমন্ত্রণ
ভিজে মাটিতে প্রাণের অঙ্কুর
দায় দায়িত্ব অনেক—অনেক মায়ের ভালোবাসার ;
চোখ ফোটানো পাখির শাবক হয়নি বিহঙ্গ
বুক ভরা লোভ পাবার মেঘের সঙ্গ
উদার বিস্তীর্ণ নিবিড় নীলিমায়

চোখ মেলে দিন গোনে আশায় আশায়।
বন্ধ্যা মাটি, ফসল নেই যে মাঠে
মাথার উপর খাঁ খাঁ রৌদ্র
সূর্য অকৃপণ নয়-তবু স্বাদ পাইনা অমৃতে।

উদাম বীভৎস হুঙ্কারের ঘন অন্ধকার কালো
আমি ওখানে পা মেলব না
মারলেও যাব না
বরং যাবো ফিঙে দোয়েলের গান শুনে
'সবুজ মাটি আমি তোমায় ভালোবাসি'
মায়ের বেদনা বুকে নিয়ে
দুহাত বাড়িয়ে দেব
তোমার দিকে আলো।

রাজকুমার কবিতা বিক্রি করে

আবঝা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে
মহুলিয়ার সোজা রাস্তার শেষে
রাজকুমার থমকে দাঁড়ায় কবিতার মালা গেঁথে।
দমকা বাতাসে ভ্রমরের মত প্রাণ গান গায়
রাক্ষোস লুকিয়ে রাখে কৌটা অতল সমুদ্রে,
রাজকুমার কবিতার জীবন কাঠিতে
গেরুয়া মাটিতে রঙ ধরায়—।
সবুজ পাতা থেকে চুইয়ে পড়ে শিশির ফোঁটা
নবশ্যাম অংকুরে কবিতা পল্লবিত—
স্বপ্নের কুয়াশায় রক্তের ফোঁটা
ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়েশ্বরী হাত নাড়ে ;
আকণ্ঠ পিপাসায় তৃষ্ণার্ত রাজকুমার
অন্ধকার পেরুনোর কবিতা বিক্রী করে।

আজও পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি পেরিয়ে
রাজকুমার কবিতা বিক্রি করে
কিছু রক্তের বিনিময়ে,
আর—
হীরক খচিত হৃদয় হারিয়ে।

আমার সময়ের মুহূর্ত এবং সম্রাজ্ঞীর জন্য

নতজানু হয়ে আর কি লাভ। বিনীত প্রার্থনায়
সময়ের করকমলে আমার সব দুর্বলতা—
বৈষ্ণবের মত যদি বলি, 'ক্ষমিও প্রভু—।'
কি হবে তাতে? অনেক বেলা অনেক সময় অনেক মুহূর্তে
ইতিহাসের মর্মান্তিক উল্লাসে ভ্রূকুটি করে গেছে।
এক একটি মাইলস্টোন, এক একটি প্রতীক্ষা
শেষ পর্যন্ত আমার পোঁছানো হয়নি সঠিক সময়ে।
শহরের ভিড়, মিছিল, 'আজ ভোট', 'কাল বন্ধ',
সবার মাঝে আমি আটকে গেছি। নিদারুণ দুঃসময়ের
মুহূর্ত আমায় অন্ধ করেছে।

তোমার কাছে আমার সঠিক সময়ে যাওয়া হয়নি!
তিল তিল করে মুহূর্তের রেখা মিশেছে বৃষ্টির ফোঁটায়
নাবালক বুদ্ধি কখনো প্রলাপ, কখনো আলাপে মুগ্ধ,
সময় আদরের ছলনায় মুহূর্তকে চুরি করে
আমাকে বেবাক বোকা বানিয়ে
অপ্রতিহত নিষ্ঠুর তর্জনী তুলে সতর্ক করে দেয় কালবৈশাখীর আগে।

শুকনো পাতার মত যত প্রতিশ্রুতি
আবৃত ঘন অন্ধকারে
মৃত্যু তার হাতছানি দিয়েছে।

নিরন্ন পাংশু জীবনকে অভিশম্পাত দিও না, সম্রাজ্ঞি,
কথা দিয়ে কথা না রাখার অপরাধ
দুঃশ্চিন্তার শেষে চরিত্রহীন না হয়ে
সময়ের মুহূর্তের শৈশবের অপার সরলতায়
আমার স্ফটিক চোখ দুটি তোমার স্তনাধারে
উপহার দেবে নতুন মানুষের মুহূর্তের আমন্ত্রণে।

সময়ের মুহূর্ত আমার প্রতি যতই উদাসীন নিষ্ঠুর,
তুমি ক্ষমাময়ী আমার সাম্রাজ্ঞী,

যযাতির নিহত স্বপ্ন

পশমের কাঁটায় স্মৃতিগুলিকে গেঁথে গেঁথে
পুরাতন বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াই। ভয়ঙ্কর জীর্ণ
প্রাচীরের গায়ে গায়ে বুনো গাছের ফুল গন্ধে
আস্তে আস্তে হেঁটে এসে দাঁড়াই। লোহা লাগানো দরজায়
কড়া নাড়ি ভালোবাসার মমতায়।
'আমি এসেছি, আমি এসেছি, আমি এসেছি'।
পরিচিত ভঙ্গীতে কড়া নাড়ি।

পুকুরে ব্যাঙেদের ডাকাডাকি, জোনাকির আলো,
ফুলেশ্বরের ব্রীজে ট্রেনের গম্ভীর শব্দ,
জীবনের আসা যাওয়া,
কিছু হারিয়ে ফেলা, কিছু পাওয়া
রঙ্গমঞ্চেব অভিনেতার মত।

স্থলপদ্মের কুঁড়িগুলি সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে আছে
জানেনা সে যযাতি এসেছি বৃদ্ধ পিতাকে যৌব অভিষেক করতে।
অনেক ঝড়, অনেক এলোমেলো আকাশ কাঁপানো বাতাস
এক ফাঁকে চোখ মেলেনি রক্তকরবী গাছে ঢাকা আমার জন্মভূমি।

আসরে অধিকারী বসে আছে বাজনদার নিয়ে
ঘণ্টা পড়বে, পালাগান শুরু হবে
আসরে এসে দাঁড়াবে অভিশপ্ত যযাতি
নিজের যৌবনকে বকুলতলায় রেখে
বৃদ্ধ পিতাকে যৌবনের মুকুট পরাতে।

———